(চূড়ান্ত খসড়া)

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনবিষয়ক
জাতীয় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা

জুন ২০২২

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনবিষয়ক জাতীয় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (ও এন্ড এম) নির্দেশিকা

প্রকাশক
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়:
কারিগরি: আইটিএন-বুয়েট
আর্থিক: জাতিসংঘের শিশু উন্নয়নবিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)

প্রকাশকাল
জুন ২০২২

কপিরাইট
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
শব্দ-সংক্ষেপ		**০৪**
১.	পটভূমি	০৬
১.১	প্রেক্ষাপট	০৬
১.২	উদ্দেশ্য ও পরিধি	০৭
১.৩	কাঙ্ক্ষিত কাঙ্ক্ষিত ব্যবহারকারী	০৮
২.	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রযুক্তিসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বর্তমান অবস্থা	০৮
৩.	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা	১২
৪.	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসম্পর্কিত নীতিমালা সংশোধন ও কৌশলপত্র	১৪
৪.১	সুপারিশকৃত নীতিমালা সংশোধন	১৪
৪.২	কৌশলগত নির্দেশনাসমূহ	১৬
৫.	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকাসমূহ	১৭
৫.১	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর উপযুক্ততা বিবেচনাসাপেক্ষে সরকারি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য স্থান নির্বাচন	১৭
৫.২	বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৭
৫.৩	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য সেবাচুক্তি ও ব্যবসায়িক মডেল	১৯
৫.৪	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য সুনির্দিষ্ট তহবিল	১৯
৫.৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ -এর জন্য আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (এসওপি), পরিবীক্ষণ এবং নজরদারি	২০
৫.৬	গবেষণা ও উদ্ভাবন	২১
৬.	পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিবেদন	২১
সংযুক্তি-১: পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর দায়িত্ব বণ্টন ছক		২২
সংযুক্তি-২: পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা		২৩
সংযুক্তি-৩: সাফল্য ও অর্জিত শিখন একত্রীকরণ		২৪

শব্দ-সংক্ষেপ

এআইআরপি	:	আর্সেনিক ও আয়রন পরিশোধন প্লান্ট
এপিএ	:	বার্ষিক কর্মদক্ষতা চুক্তি
বিডিটি	:	বাংলাদেশি টাকা
ক্যাপএক্স	:	মূলধনী ব্যয়
সিবিও	:	কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন
ডাসকো	:	ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন ফর সেল্ফ-রিলায়েন্স, কমিউনিকেশন এন্ড হেলথ
ডিএসকে	:	দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
ডিপিএইচই	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
এফজিডি	:	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
এফএসএম	:	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা
জিএফএস	:	গ্র্যাভিটি প্রবাহ পদ্ধতির পানি সরবরাহ ব্যবস্থা
জিওবি	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এইচসিএফ	:	স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা
কেপিআই	:	মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক
এলজিডি	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ
এলজিআই	:	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
এমএআর	:	ভূগর্ভস্থ পানির আধার পুনঃভরণ ব্যবস্থাপন
এমএইচএম	:	মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা
এনজিও	:	বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা
ও এন্ড এম	:	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
অপএক্স	:	পরিচালন ব্যয়
পিপিপি	:	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব
পিএসবি	:	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা
পিএসএফ	:	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার
আরডিএ	:	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
আরও	:	রিভার্স অসমোসিস
আরডব্লিউএইচ	:	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ
এসডিজি	:	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
এসডিপি	:	সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা
এসএলআইপি	:	বিদ্যালয়-পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা
এসওপি	:	আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি
এসএসপি	:	স্যানিটেশন নিরাপত্তা পরিকল্পনা
এসএমএস	:	ক্ষুদে বার্তা সেবা
এসটিডব্লিউ	:	অগভীর নলকূপ
এইচটিডব্লিউ	:	গভীর নলকূপ
এইচইডি	:	স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ

ইউএইচএফপিও	:	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
ইউএন	:	জাতিসংঘ
ইউপি	:	ইউনিয়ন পরিষদ
ভিডিসি	:	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি
ডব্লিউএআই	:	ওয়াশ অ্যালাইয়েন্স ইন্টারন্যাশনাল
ডব্লিউএসএস	:	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন
ওয়াসা	:	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
ওয়াশ	:	পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি
ডব্লিউই-ডব্লিউই	:	নারী ক্ষমতায়নে পানি উদ্যোক্তা মডেল
ডব্লিউএসপি	:	ওয়াটার সেফটি প্লান

১. পটভূমি

১.১ প্রেক্ষাপট

এসডিজি অভীষ্ট ৬ এবং এ সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সার্বজনীন ও সমতাভিত্তিক নিরাপদ ও সহজলভ্য খাবার পানি এবং পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থায় অভিগমন নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর আলোকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.১-এ নিরাপদ খাবার পানির সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত এবং লক্ষ্যমাত্রা ৬.২-এ সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধা সংবলিত নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাতকে বৈশ্বিকভাবে এসডিজি পরিবীক্ষণের সূচক নির্ধারণ করেছে। নিরাপদ খাবার পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা পরিষেবার নিয়মের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কাভারেজে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বাংলাদেশ সফলতার সঙ্গে সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টের পানি সরবরাহ সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জন করেছে, এবং বর্তমানে মৌলিক খাবার পানি সরবরাহের কাভারেজের হার শতকরা ৯৮ ভাগ*। উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ নাই এমন সম্মাননা অর্জনসহ বাংলাদেশের শতকরা মৌলিক স্যানিটেশন কাভারেজ ৫৪ ভাগ এবং মৌলিক হাত ধোয়ার সুবিধার কাভারেজ শতকরা ৫৮ ভাগ*। কিন্তু পানির ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবস্থাপনার সেবা সরবরাহের শতকরা হার ৫৯ ভাগ এবং স্যানিটেশন শতকরা ৩৯ ভাগ*। সমগ্র দেশব্যাপী বহু পানির পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও, দুর্বল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণে এই সমস্ত পানির পয়েন্টের কার্যকারিতা এবং দূষণমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতার বিস্তর ফারাক বিদ্যমান । স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। ওয়াশ অবকাঠামোসমূহের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও টেকসইকরণে পূর্বশর্ত হচ্ছে এর যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (ও এন্ড এম), যেহেতু যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর অভাব অবকাঠামোর আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয় এবং এই কারণে মূলধন বিনিয়োগ বিফলে যায়।

বাংলাদেশে গড়ে শতকরা ১৩ ভাগের বেশি সরকারি পানি সরবরাহ অবকাঠামো অকার্যকর। এসব অকার্যকর প্রযুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (শতকরা ৪৭ ভাগ)। আবার দেখা যায় যে, পরিকূপ থেকে এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথাক্রমে ২৮ শতাংশ এবং ২৪ শতাংশ অকার্যকর। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পানির সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অকার্যকর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার গুরুতর অভিঘাত রয়েছে (বিত্তশালীরা বিকল্প উৎস থেকে পানির ব্যবস্থা করে থাকেন) **। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রযুক্তিগুলো এখন অকার্যকর ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। একই ধরনের পর্যবেক্ষণ পাওয়া গিয়েছে পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি টয়লেটের ক্ষেত্রে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ঢাকা শহরের জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ৬৯টি পাবলিক টয়লেটের মালিকানা ধারণ ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে; যার মধ্যে ৫৭টি কার্যকর রয়েছে***। পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগের অভাবই পাবলিক ও কমিউনিটি টয়লেটগুলোকে ব্যবহার অনুপোযোগী থাকার মূল কারণ।

* JMP 2021

** Effectiveness of Rural Water Points in Bangladesh with special reference to arsenic mitigation, P Ravenscroft, A Kabir, S A I Hakim, A. K. M. Ibrahim, S K Ghosh, M S Rahman, F Akhter and M A. Sattar, Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, 2014

*** Study on Developing Business Models for Public Toilets in Dhaka and Other Major Cities of Bangladesh, WaterAid Bangladesh, October 2017

জৈবিক ও রাসায়নিক গুণগত নিম্নমানের কারণে নিরাপদ সুপেয় পানির অভাব বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যগত ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে। অতএব খাবার পানির নিরাপত্তার বিষয়টিতে অগ্রাধিকার প্রদান দুর্বল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাসজনিত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার মাধ্যমে ফলাফল বয়ে আনতে সহায়তা করবে।

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জাতীয় পলিসি ১৯৯৮ অনুসারে ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য সমস্ত ব্যয় বহন করতে হবে। দরিদ্রসহায়ক কৌশলপত্রে (২০০৫, ২০২০ সালে সংশোধিত) দরিদ্র নয় এমন পরিবার বা অন্যান্য সংস্থাগুলো হতে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার মাধ্যমে হতদরিদ্র পরিবারের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর ব্যয় ভাগাভাগি করার সুপারিশ করা হয়েছে। জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০২১-এ সরকারি/কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয়েছে। পানি নিরাপত্তা কাঠামো ২০১১-তে পানি সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তির পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (এসডিপি) (২০১১-২০১৫) গ্রামীণ এলাকায় এবং শহরের বস্তিতে পানির উৎস ও কমিউনিটি ল্যাট্রিনগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনসমূহের (সিবিও) ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৪-তে দুর্গম এলাকায় ওয়াশ-এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য বিদ্যমান শিখন কৌশল/পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা সফলভাবে প্রয়োগের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যয়-বণ্টন কৌশলপত্র (২০১২)-তে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য সরকারি ভর্তুকি এবং শহরের বস্তিবাসীর জন্য ভর্তুকি (ক্রস-সাবসিডি) দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই কৌশলপত্রে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য তহবিল গঠনের উৎস হিসেবে সরকার/দাতাদের ভর্তুকির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যবস্থার সেবা গ্রহিতার সংখ্যা অধিকসংখ্যক যেমন-পিএসএফ, এমএআর, এআইআরপি, পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, কমিউনিটি এবং পাবলিক টয়লেট, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি সুসংগঠিত সিষ্টেম প্রতিষ্ঠা করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বা দায়িত্বরত সংস্থাগুলোর পক্ষে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সেক্টরের অংশীদারগণ বিভিন্ন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য মডেল তৈরি করার বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু পলিসি নির্দেশনা, নির্দেশিকা এবং সেক্টরের একই ধরনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশলের অভাবে এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি।

১.২ উদ্দেশ্য এবং পরিধি

পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও এন্ড এম) নির্দেশিকাটির মূল উদ্দেশ্য হলো পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাগুলোর কার্যকর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও এন্ড এম)-এর উপায়গুলো নিয়মিতকরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাগুলো প্রত্যাশিত অবস্থায় কার্যকর রাখা। এটি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের গুণমানের লক্ষ্য অর্জনেও সহায়তা করবে এবং জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

নির্দেশিকাটির পরিধির মধ্যে রয়েছে সরকারি কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিষেবা, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ এবং প্রাথমিকভাবে পল্লী অঞ্চলের কমিউনিটি ল্যাট্রিন। যা হোক, এ নির্দেশিকাটি শহর/আধা শহর বা পেরি শহর এলাকায় কমিউনিটি পরিচালিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উৎসগুলির জন্য প্রযোজ্য হবে এবং পল্লী অঞ্চলের একই ধরণের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উৎসের জন্যও প্রযোজ্য হবে। এ নির্দেশিকা অনুসরণ করে এখানে আলোচিত প্রযুক্তিগুলির

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৃথক Sop তৈরী করতে হবে অথবা বিদ্যমান Sop গুলোকে হালনাগাদ করতে হবে।

১.৩ কাঙ্ক্ষিত **ব্যবহারকারী**

পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের জন্য প্রণীত জাতীয় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা ব্যবহারকারীর মধ্যে সরকারি সংস্থা/বিভাগ অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় (যেমন-ডিপিএইচই, এলজিইডি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (যেমন-ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন) এবং অন্যান্য সেক্টর অংশীজন যারা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে কাজ করে তারাও এর ব্যবহারকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রযুক্তিসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অবস্থা

নির্দেশিকা তৈরির অংশ হিসেবে সরকার এবং অন্যান্য সেক্টরের অংশীদারদের দ্বারা বাস্তবায়িত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রযুক্তির বিদ্যমান পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। মূলত বিভিন্ন জলভৌগোলিক ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবার জন্য এ পর্যালোচনাগুলো করা হয়েছে। সেক্টরভিত্তিক অংশীদার কর্তৃক বাস্তবায়িত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ মডেলের উত্তম চর্চাসমূহ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। মডেলের ব্যবহারকারী এবং বিভিন্ন সেক্টরের অংশীদারদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে টেকসই সমাধানগুলো অনলাইন আলোচনা এবং প্রধান তথ্যদাতা এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে নথিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নমুনাস্বরূপ বিভিন্ন এলাকা যেমন বরেন্দ্র, হাওর, পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় ও আর্সেনিকপ্রবণ এলাকা, শহুরে বস্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামোসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে।

প্রধান তথ্যদাতাগণ সাক্ষাৎকারের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরামর্শ দিয়েছেন:

- বেসরকারি পর্যায়ে কাজ করে এমন মেকানিকগণ হস্তচালিত গভীর নলকূপের জন্য (HTW) খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং প্রয়োজনে ডাকলে (On-Call) পরিষেবা দিতে পারে;
- কমিউনিটি কর্তৃক ব্যবহৃত পিএসএফ (PSF), এআইআরপি (AIRP) এবং এমএআর (MAR) সেবা যা রাজস্ব আয়ে সক্ষম নয়, সেক্ষেত্রে এ সকল সুবিধাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিষেবা চুক্তি করা যেতে পারে;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের বিধান রেখে পাইপড ওয়াটার বা রিভার্স অসমোসিস (আরও) প্ল্যান্ট সেবা কার্যক্রম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আউটসোর্সিং বা পিপিপি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে;
- শহরের বস্তিতে ডব্লিউএসএস (WSS)-এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক মডেল বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিবীক্ষণের জন্য ডিপিএইচইর কারিগরি সহায়তাসাপেক্ষে ইউনিয়ন পরিষদ (UP)-কে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা (অভিগম্যতা, গুণগতমান ও পরিমাণ, নির্ভরযোগ্যতা, সামর্থ্য এবং বৈষম্যহীন বা সমতাভিত্তিক) আদর্শকরণ করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই) দ্বারা ওয়াশ তহবিলের উন্নয়ন এবং সরকারের রাজস্ব বাজেটে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করা।

- নতুন ওয়াশ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোতে পুনর্বাসন এবং কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণের বিষয়গুলো একীভূত করতে হবে অথবা বিদ্যমান ডব্লিউএসএস সুবিধাগুলো পুনর্বাসনের জন্য পৃথক বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

যেসব স্থান পরিদর্শন করা হয়েছে সেখানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে এফজিডির (FGD) মাধ্যমে আলোচনা থেকে জানা যায়, পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন অবকাঠামো, বিশেষ করে সরকারিভাবে নির্মিত পানির উৎস, কমিউনিটি টয়লেট এবং ওয়াশব্লকের জন্য স্থান নির্বাচন করা সমস্যা ছিল। তারা আরও জানান যে, একবার তারা পাম্পটি অকার্যকর হয়ে গেলে দেখভালের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের মেরামত করার সক্ষমতা না থাকায় এবং স্থানীয় বাজারে খুচরা যন্ত্রাংশের অপ্রতুলতা থাকায় তা মেরামত করা কঠিন হয়ে পড়ে। সময়ের সাথে সাথে বরেন্দ্র এলাকায় সাবমার্সিবল পাম্পের ব্যবহার বাড়ছে। কিন্তু ব্যয়বহুল মেরামত/ প্রতিস্থাপনসহ ও এন্ড এম খরচের ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক নীতি না থাকায় সে খরচ যোগাড় করা সম্ভবপর হচ্ছে না। পার্বত্য অঞ্চলে গ্র্যাভিটি ফ্লো সিস্টেম (GFS) ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন যে, ভূমিধস এবং দুর্বল যোগাযোগ এলাকাটি দুর্গম হওয়ার কারণে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে একে পুনরায় কার্যকর করতে প্রায় এক সপ্তাহ লেগে যায়।

পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রযুক্তির জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত মাঠপর্যায়ের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো নথিভুক্ত করা হয়। সমতলভূমি থেকে উপকূলীয়, পাহাড়ী, আর্সেনিক সংক্রমিত এলাকা, বস্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাসহ এমন সব এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। ৬ নম্বর হ্যান্ডপাম্প সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং নির্ভরযোগ্য পানির উৎস যা ব্যাপকভাবে কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এতে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। কারণ এটি একটি বহুল ব্যবহৃত সাধারণ প্রযুক্তি এবং বেশিরভাগ একক পরিবারে ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (RWH) ব্যবস্থা, যা লবণাক্ততাপ্রবণ উপকূলীয় এলাকায় পানির উৎস হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়, যেগুলির প্রধানত পরিচ্ছন্নতা এবং পরিচালনার চ্যালেঞ্জ রয়েছে এর কারণ এ সকল স্থাপনা ঋতুভিত্তিক একক পরিবারের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ব্যবহারকারীগণ প্রায়শই বর্ষার আগে পানির উৎসটি সঠিকভাবে পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন না। পরিচ্ছন্নতা ও পরিচালনার চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ছাদ ও পানির ট্যাংক যথাযথভাবে পরিষ্কার না করা, পাইপড সিস্টেম যথাযথভাবে স্থাপন না করা এবং পানির ট্যাংকে সংরক্ষিত পানিতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ।

রাজস্ব আয় হয় না এমন কমিউনিটিভিত্তিক পানির উৎসগুলো যেমন–তারা পাম্প, রিংওয়েল, পিএসএফ, এমএআর, এআইআরপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকার্যকর হওয়ার কারণগুলো হলো কমিউনিটি কর্তৃক নিয়মিত যত্ন না নেয়া, (যেমন–মালিকানা বোধের অভাব, উদ্যোগের অভাব), পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-ক্ষেত্রে কারিগরি চ্যালেঞ্জ ও আর্থিক সমস্যা (যেমন–টাকা দিতে অনাগ্রহ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য দুর্বল তহবিল পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা)। বেসরকারি সংস্থা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো আয়বর্ধক, জনপ্রিয় এবং ব্যয়বহুল কিছু ব্যবস্থা যেমন–আরও (RO) ও পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ক্ষেত্রে, বাজারের সহজলভ্য সেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে তা নিরাপদ পরিচালন করছে। অনেক জায়গায় কমিউনিটি টয়লেট সিবিও এবং কমিউনিটি গ্রুপ দ্বারা শহরে বস্তি এবং এলআইসি এলাকায় ভালোভাবে পরিচালিত হয় কারণ এর জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠন করা হয় এবং সিবিও কর্তৃক পরিচালিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে দুর্গম এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। নেতিবাচক প্রভাবসমূহের মধ্যে রয়েছে– চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া এবং মাটিতে লবণাক্ততা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং নদীতীর ক্ষয়-এর মতো ঘটনার তীব্রতা। দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রযুক্তির অস্তিত্ব, কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্বকে সংকটাপন্ন করেছে।

সামগ্রিকভাবে, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহারকারী, তত্ত্বাবধায়ক, অপারেটর, প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী, সরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতা এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা থেকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা সরবরাহের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে যা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রযুক্তিসমূহকে অকার্যকর, ব্যবহার অনুপোযোগী এবং অভিগম্যহীন করে রেখেছে নিম্নে তা তুলে ধরা হলো:

১. কমিউনিটিভিত্তিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি অধিকাংশ পানির উৎস যেমন পিএসএফ, এআইআরপি, এমএআর এবং রিং ওয়েল কার্যকর না হওয়ার অন্যতম কারণগুলো হলো–সঠিক স্থান নির্বাচন না করা, মালিকানাবোধের অভাব, ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী সংগঠিত না হওয়া এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের এর জন্য যথাযথ পরিকল্পনা এবং ফলোআপ কার্যক্রম না থাকা;

২. স্থানীয় পর্যায়ে মেরামতের জন্য দক্ষ লোকবলের অভাব এবং কোনো কারণে সূক্ষ্ম প্রযুক্তিগুলো অকেজো হলে সেগুলো মেরামতের জন্য স্থানীয় বাজারে যন্ত্রপাতি পাওয়া যাওয়া না; যেমন– তারা পাম্প, আরও প্ল্যান্ট, বা অন্য কোনো পরীক্ষামূলক বিশেষায়িত উৎসগুলো কোনো কারণে অকার্যকর হয়ে গেলে সেগুলো আর কার্যকর করা যায় না।

৩. একই এলাকায় একাধিক পানির উৎস থাকলে (যেমন-পিএসএফ, এমএআর এবং উপকূলীয় এলাকার জন্য আরও টিউবওয়েল এবং বরেন্দ্র এবং অন্যান্য এলাকার জন্য পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা টিউবওয়েল/তারা পাম্পসহ) পানির উৎসগুলো পরিত্যক্ততার হার বাড়িয়ে দিচ্ছে, এবং একই সাথে মালিকানাবোধের অভাব বৃদ্ধি করছে।

৪. অনেক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বর্তমান পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ চর্চা পানির উৎসের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। যেমন– উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাবমার্সিবল পাম্পের অতিরিক্ত ব্যবহারে তারা পাম্প অকার্যকর হয়ে পড়েছে; বন উজাড় হয়ে পড়ার ফলে প্রাকৃতিক পানির উৎসগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, জিএসএফকে অকার্যকর এবং পরিত্যক্ত করে তুলছে; লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়ায় পুকুরের পানি লবণাক্ত হয়ে পড়ছে এবং পিএসএফকে অকার্যকর করে তুলছে। লবণাক্ত স্বাদ এবং দুর্গন্ধের কারণে জনগণ এমএআর, এর পানি পান থেকে বিরত থাকছে।

৫. এআইআরপি, পিএফএস এবং জিএফএস-এর ফিল্টার পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ উচ্চ ব্যয় ও শ্রমসাধ্য বিষয় ফলে সিস্টেমটির ব্যবহারকারী ও তত্ত্বাবধায়কগণ এটি নিয়মিত পরিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ না হওয়ায় তা অকার্যকর হয়ে পড়ে অথবা নিম্নগুণগতমানের পানি সরবরাহ করে থাকে।

৬. গ্রামীণ পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্পর্কিত কমিউনিটিভিত্তিক মডেলের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কারিগরি সহায়তা সহজলভ্য নয়। সৌরবিদ্যুত চালিত পিএসএফ এবং আরও প্ল্যান্ট একবার নষ্ট হয়ে গেলে তার অকার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এগুলো অনিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা হয় না, ফলে এর পানির গুণগত মান প্রায়শই ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

৭. মিটারবিহীন পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পানির অপচয় বেশি হয়। পানি সরবরাহের গড় ট্যারিফ সমতাভিত্তিক নয় এবং এটি পানি ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। এমনকী এ ট্যারিফের আওতায় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ধরা হয় না।

৮. উপকূলীয় এলাকায় সাবমার্সিবল পাম্প সম্বলিত পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ পদ্ধতি (পরিশোধন ব্যবস্থাসহ বা দ্বারা) আরও (RO) প্ল্যান্টভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবসায়িক মডেল না থাকায় প্রতিস্থাপন ব্যয় বেড়ে যায়। আবার ওয়্যারেন্টির সময় পার হলে স্থাপনাগুলো চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

৯. কমিউনিটিভিত্তিক ওয়াশ স্থাপনাসমূহের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে স্থানীয় পর্যায়ে এবং সরকারি রাজস্ব বরাদ্দ না থাকায় এগুলোর মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন দুরূহ হয়ে পড়ে। এতে পানির উৎসগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে।

১০. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেবার মান এবং আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি না থাকায় প্রযুক্তিগুলো এসডিজির সূচকসমূহ (যেমন-অভিগম্যতা, গুণগতমান, পরিমাণ, নির্ভরযোগ্যতা, সামর্থ্য, বৈষম্যহীন অথবা সমতা) অর্জন করা আরোও কঠিন হয়ে পড়ছে।

১১. পানির গুণগত মানের নজরদারি, পর্যবেক্ষণ, এবং পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সরকারি সংস্থা বা তৃতীয়পক্ষ না থাকায় পরিষেবা প্রদানকারীদেরকে সেবাদান ও এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে জবাবদিহিতার আওতায় আনে না ।

১২. জিওবি প্রকল্পগুলো অকার্যকর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের মেরামত এবং পুনর্বাসনের উপর কম গুরুত্ব দেয়। জিওবি প্রকল্প পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার নতুন নির্মাণের বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেয়। যেখানে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশনসহ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের পুনর্বাসনের বিষয়গুলো কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

১৩. শহুরে বস্তিতে এনজিও কর্তৃক পরিচালিত ও এন্ড এম তহবিল জরুরি প্রয়োজনে ও এন্ড এম কমিটি কর্তৃক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো মেরামতে কদাচিৎ ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, এনজিও সহায়তা ছাড়া পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল অপব্যবহারের আশংকা থেকে যায়।

১৪. কমিউনিটি টয়লেটগুলি বেশিরভাগই অপরিষ্কার। টয়লেট সুবিধা অপর্যাপ্ত এবং নারী ও প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। এই কমিউনিটি টয়লেটগুলোর সেপটিক ট্যাঙ্কগুলি প্রায়শই উপচে পড়ে, ছিদ্র হয়ে যায় এবং পরিবেশ দূষিত করে।

১৫. বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসএলআইপি) তহবিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মেটায় না এবং উচ্চ বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই তহবিল নেই।

১৬. কমিউনিটি ক্লিনিকের মতো প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ওয়াশ ব্যবস্থাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জিওবি থেকে কোনও বরাদ্দ নেই। বর্তমানে, এসব সেবাকেন্দ্র যারা ব্যবহার করেন তারা ব্যয়ের জন্য যে অর্থ প্রদান করেন তা থেকে এগুলোর মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

১৭. কমিউনিটি, স্কুল ও স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রগুলোর টয়লেটের ভিতর বা কাছাকাছি পানি ও সাবান থাকে না বললেই চলে। এসব টয়লেটে এমএইচএম উপকরণ ব্যবহারের পর নিরাপদ অপসারণ ব্যবস্থাসহ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা (এমএইচএম) কর্নার থাকে না ।

১৮. এঁটেল মাটি এবং উচ্চ পানিস্তর এলাকায় টয়লেটের পিট থেকে পানি না নামায় বা কম নামায় এসব টয়লেট/পিটসমূহ ব্যবহারের অনুপোযাগী হয়ে পড়ে বিশেষত বর্ষা মৌসুমে। ইহার কারণে পিটগুলো প্রত্যাশিত সময়ের আগেই দ্রুত ভরাট হয়ে যায়।

১৯. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, টুইন পিট ল্যাট্রিনগুলির উভয় পিট একই সাথে ব্যবহার হতে দেখা যায় (অর্থাৎ, একটি পিট যখন ব্যবহার করা হয় তখন আগেরটি খালি রাখা হয় না), যার জন্য ব্যবহারকারীরা টুইন পিট ল্যাট্রিনগুলোর সুবিধা ভোগ করতে পারে না। কখনও কখনও ডাইভারশন বক্স (ওয়াই-জাংশন) পরিচালনাগত সমস্যার মুখে পড়ে।

২০. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘটনা এবং দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, তীব্র ঝড়, আকস্মিক বন্যা, খরার কারণে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়/উপড়ে পড়ে/ডুবে যায় এবং দুর্যোগের সময় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিষেবা সরবরাহ হুমকির মুখে পড়ে।

৩. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা

পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও এন্ড এম) নির্দেশিকার জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

পানি এবং স্যানিটেশন হলো সবার জন্য মৌলিক মানবাধিকার*

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২৮ জুলাই ২০১০ তারিখে ৬৪/২৯৭ রেজুলেশনে সুস্পষ্টভাবে পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং মানবাধিকার অর্জনের অংশ হিসেবে পানীয় জল এবং স্যানিটেশন অপরিহার্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাই, সরকার সকলের জন্য নিরাপদ, বিশুদ্ধ, সহজলভ্য, এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পানীয় জল এবং স্যানিটেশন ন্যায়সঙ্গত এবং বৈষম্য ছাড়াই সরবরাহের জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে বাধ্য।

ওয়াশ কার্যক্রমের সঙ্গে ব্যাপক পরিসরে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে

যেকোনো পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, যা এ ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী কার্যকারিতা নিশ্চিত করে, সম্পদ বাঁচায় এবং নতুন ব্যবস্থা স্থাপনে সমস্যা হ্রাস করে।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি সেক্টরের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে

সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন অংশীদারদের দ্বারা বাস্তবায়িত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের কার্যকর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে কৌশলগত অংশীদারিত্ব অত্যাবশ্যক। এটা করা গেলে টেকসই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিষেবা প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানসম্মত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবার জন্য কমিউনিটির কণ্ঠস্বর তুলে ধরা এবং দাবি উত্থাপন

মানসম্পন্ন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবার জন্য কমিউনিটির সুবিধাভোগী, সেবা প্রদানকারী এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকাটা জরুরি। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবার মানের ব্যাপারে কমিউনিটি সচেতন হলে সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর মানসম্মত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা নিশ্চিতকরণে বিশেষ প্রভাব পড়বে।

সমতাভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দ**

পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন অবকাঠামোর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তার জন্য সরকার থেকে সমতাভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ প্রয়োজন এবং এই তহবিল বরাদ্দে সুযোগ-সুবিধার ব্যাপ্তি, শহর-গ্রামের অবস্থান, ধরন, সুবিধাগ্রহণকারীদের ব্যয় বহনে সামর্থ্য এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট এলাকায় কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে তা বিবেচনা করা উচিত।

পরিবেশগত সুরক্ষা

নিম্নমানের পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন পরিষেবাগুলো পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে; এজন্য পানিসম্পদ এবং মাটি দূষণ রোধে কার্যকর প্রশমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা উচিত। ল্যাট্রিন, গর্ত/ট্যাংক এবং পানির উৎস আলাদাকরণ এবং কঠিন ও তরল বর্জ্য এমনভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে যাতে পরিবেশের ওপর ন্যূনতম বিরূপ প্রভাব তৈরি না করে।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং কারিগরি উপযুক্ততা

পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত অবকাঠামোগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ডিজাইনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক চর্চাগুলো যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রযুক্তিগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী, সাশ্রয়ী ও স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত হতে হবে। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় দক্ষতা ও দেশজ জ্ঞানের ব্যবহারকে অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে।

টেকসইকরণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগের অভিযোজনশীলতা

দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন অবকাঠামো জরুরি ভিত্তিতে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) প্রয়োজন পড়ে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভিযোজন এবং সুরক্ষা অপরিহার্য।

জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতি***

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ (Gender) সংবেদনশীল অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ; ভিন্নভাবে সক্ষম, শিশু, বয়স্ক এবং নারীবান্ধব পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

সেবা প্রদানের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবাগুলো সেবা প্রদানকারী এবং পরিষেবা গ্রহীতা উভয়ের কাছে স্বচ্ছ এবং উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সকল ধাপ যেমন ডিজাইন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়ন জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

*The United Nations General Assembly 2010 (Resolution A/RES/64/292)
*Pro-poor Strategy for Bangladesh Water Supply and Sanitation Sector 2005 (revised in 2020)
**The National Strategy for Water Supply and Sanitation 2014 (revised in 2021)
***The National Sanitation Strategy 2005

৪. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত নীতিমালা সংশোধন ও কৌশলপত্র

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় বেশকিছু নীতি মালা সংশোধন সুপারিশ করা হয়েছে এবং কৌশলপত্র পরিমার্জনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই নীতিমালা পরিবর্তন এবং কৌশলগত দিকনির্দেশনাগুলি নির্দেশিকাটির পূর্ববর্তী বিভাগে উল্লিখিত অনুসরণীয় নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে প্রস্তাব করা হয়েছে যা পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাগুলির কাঙ্ক্ষিত পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও এন্ড এম) নিশ্চিত করবে এবং যুগপৎভাবে, সমতাভিত্তিক এবং মানসম্পন্ন পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন পরিষেবাগুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে।

৪.১ সুপারিশকৃত নীতিমালা সংশোধন

৪.১.১ সরকারি পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ স্থাপনের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিবেচনায় স্থান নির্বাচনের শর্তসমূহ হালনাগাদকরণ

সবার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিষেবাগুলো নিশ্চিত করার জন্য, সরকার, মূলত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE) মাধ্যমে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র খানাগুলোর মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক ভর্তুকির মাধ্যমে ব্যবস্থাসমূহ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বণ্টন করে থাকে। সরকারি পানির উৎসগুলো নির্বাচনের বিদ্যমান শর্তগুলো কখনও কখনও এর স্থায়িত্বের ওপর প্রভাব ফেলে। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক খানার সংখ্যা বিবেচনাসাপেক্ষে উৎসের স্থান নির্বাচন করা হয়। এটি কখনও কখনও সমতার ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের পানি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এর ফলাফল হিসেবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে অংশ নিতে তারা নিরুৎসাহিত হন। যেসব বাড়িতে সরকারি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময় পর বাড়ির মালিকগণ সেই উৎস থেকে অন্য খানাকে পানি সংগ্রহ করতে দেয় না। এই ক্ষেত্রে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নিরাপদ পানির উৎসে সর্বজনীন ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

সুতরাং, পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাগুলোতে অভিগম্যতা ও সেবাসমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার স্থান নির্বাচন সম্পর্কিত শর্তগুলো সংশোধন করতে হবে যাতে করে পানির উৎসের কাছাকাছি বসবাসকারী খানা প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ছোট গ্রুপ তৈরি, কমিউনিটিভিত্তিক পানির উৎসের ডিজাইন সংশোধন করে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজটি অনুমোদন করে এবং ব্যবহারকারীদের ছোট গ্রুপ দ্বারা সহজেই করা যায়।

৪.১.২ প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ

কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য বহুলাংশে কমিউনিটির মালিকানাবোধ এবং সচেতনার অভাব, ও এন্ড এম পরিকল্পনা ফলোআপ কর্মসূচির দুর্বলতা এবং কারিগরি সমস্যার কারণে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বহুলাংশে যথাযথভাবে কার্যকর থাকে না। এর ফলে তারা পাম্প, পিএসএফ, এআইআরপি, এমএআর এবং রিংটিউবওয়েল নষ্ট হয়ে থাকে। এর কারণ হিসেবে কমিউনিটির মালিকানাবোধ এবং সচেতনার অভাব , ও এন্ড এম পরিকল্পনায় ফলোআপ কর্মসূচি না থাকা এবং বিভিন্ন কারিগরি সমস্যা। অধিকন্তু, টেকসই ব্যবসায়িক পরিকল্পনা না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন ট্যারিফ ব্যবস্থা এবং কারিগরি সহায়তার অভাবে অধিকসংখ্যাক ব্যবহারকারীর পরিষেবার ক্ষেত্রে (যেমন-আরও প্ল্যান্ট এবং পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ স্কিম) কমিউনিটিভিত্তিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সফলতা দিচ্ছে না।

সুতরাং, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু করা হলে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ডিপিএইচই ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের) ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা যাবে । তারা নিজেরা বা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: রাজস্ব আয়ে সক্ষম নয় এমন কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থা (যেমন: পিএসএফ, এআইআরপি এবং এমএআর) ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান সেবা গ্রহণের পদ্ধতি চুক্তি এবং রাজস্ব আয়ে সক্ষম কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থার (যেমন: পাইপড ওয়াটার, আর ও প্লান্ট) ক্ষেত্রে এলজিআই কর্তৃক ব্যবস্থাপনা চুক্তি (যেমন: পিপিপি অথবা ইজারা পদ্ধতি) গ্রহণ করতে পারে।

৪.১.৩ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠন

সরকারের রাজস্ব বাজেট এবং স্থানীয় পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য পৃথক কোনো তহবিল না থাকায় বড় ধরনের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন করা সম্ভবপর হয় না। ফলে পরিষেবাসমূহের কার্যকারিতা হ্রাস পাচ্ছে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য সরকারি রাজস্ব খাত থেকে অর্থ,বরাদ্দ এবং ডিপিএইচইর মাধ্যমে তা ব্যয় করলে ডিপিএইচই কর্তৃক নির্মিত সরকারি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথভাবে করা যেত। একই সঙ্গে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়কে পৃথক খাত হিসেবে সরকার থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অর্থবছরের বরাদ্দে সুনির্দিষ্টকরণ করলে তা এলজিআই পর্যায় থেকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠনে সহায়তা করবে। পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের ও এন্ড এম তহবিলের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ আওতাধীন থাকবে। ডিপিএইচই এবং এলজিআই-এর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের ব্যবহার সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক সে তহবিলের যৌক্তিক ব্যবহার করার লক্ষ্যে ডিপিএইচই ও এলজিআই-এর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে।

৪.১.৪ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা মানসম্মতকরণ, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের আদর্শমান এবং তা বাধ্যকরণের অভাবে প্রায়শই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রযুক্তিসমূহের কর্মদক্ষতা এসডিজি ৬.১ এবং ৬.২-এর সূচকসমূহের (যেমন: ব্যবহারের সুযোগ লাভ, মান, পরিমাণ, নির্ভরতা, সামর্থ্য এবং সাম্যতা) শর্ত পূরণ করে না। সেবা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে পরিবীক্ষণ/নিয়ন্ত্রণ কৌশল না থাকার কারণে সেবা প্রদানকারীরা জবাবদিহিতার বাইরে থেকে যাচ্ছেন। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ এবং ৬.২ অর্জনের লক্ষ্য পূরণে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আদর্শ সেবা রক্ষা, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রকের বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪.১.৫ পানির গুণগতমানের নজরদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

উৎসসমূহ স্থাপনের সময় পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয় তবে খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারী কমিউনিটি পরবর্তী পর্যায়ে পানির গুণগতমান পরীক্ষা করে থাকে। সময়ের সাথে সাথে পানি রাসায়নিকভাবে দূষিত হয় বা পানির গুণগতমান খারাপ হতে পারে। অনেকসময় জনসাধারণ সচেতন বা অসচেতনভাবে এ দূষিত পানি পান করতে থাকে। পানির গুণগতমানের নজরদারির অভাবে বেসরকারি বা কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাসমূহ জনসাধারণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। অতএব পানির গুণগতমান নিশ্চিত করতে সরকারিভাবে স্থাপিত প্রযুক্তিসমূহের পানি অনুমোদিত নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৪.১.৬ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এবং নতুন বিনিয়োগ পরিকল্পনার সময় মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসনের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনসংক্রান্ত জিওবি প্রকল্পে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসনের বিষয়গুলো খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। মূলত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য স্থাপনা নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং সেখানে মেরামত ও পুনর্বাসনের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের নতুন অবকাঠামো গড়ে তোলার সময় এর দীর্ঘস্থায়িত্ব বিবেচনা করে পরিকল্পনার পর্যায়ে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসনকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এতে সীমিত সম্পদের বিনিয়োগের সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়। একইভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) ডব্লিউএসএস-এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সেবার মান বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা এসডিজির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

৪.২ কৌশলগত নির্দেশনাসমূহ

পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনসম্পর্কিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসংশ্লিষ্ট কৌশলগত নির্দেশনাসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো সম্পর্কিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য কমিউনিটির মালিকানাবোধ বাড়াতে হবে। সেটি করার লক্ষ্যে কমিউনিটির অংশগ্রহণ পদ্ধতিতে স্থান নির্বাচন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য উপযুক্ত সুবিধা সৃষ্টি ও চাহিদা তৈরি করতে হবে এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে হবে ।

২. বছরব্যাপী সার্বক্ষণিক পানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সতর্কতার সাথে একক স্থানে একই পরিষেবার জন্য একাধিক পানি সরবরাহ প্রযুক্তির স্থাপন সাবধানতার সাথে করতে হবে। এতে প্রযুক্তিগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। একই পরিষেবার জন্য বহুমুখী ব্যবস্থা প্রদানের জন্য এলাকাভিত্তিক একটি নির্দেশিকা তৈরি করা যেতে পারে।

৩. স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত প্রাইভেট টেকনিশিয়ানদের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে এবং যদি সম্ভব হয় তাদের জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এতে করে ব্যবহারকারীগণ তাদের নিকট থেকে অন-কল সেবা নিতে পারবেন।
৪. স্থানীয় কমিউনিটিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে একটি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করতে হবে।

৫. অধিকসংখ্যাক ব্যবহারকারী এবং রাজস্ব আয়ে সক্ষম ব্যবস্থাসমূহ যেমন: আরও প্ল্যান্ট এবং পাইপড ওয়াটার স্কিমের জন্য ব্যবসায়িক মডেল এবং ও এন্ড এম ব্যবস্থাপনা মডেল চালু করা।

৬. পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য রাজস্ব বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ এবং এলজিআই পর্যায়ে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল নিশ্চিতকরণ ।

৭. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকে পর্যায়ক্রমে কমিউনিটিভিত্তিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্থানান্তর আরম্ভ করা।

৮. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা সরবরাহের জন্য বেসরকারি খাত সম্পৃক্ত করা এবং ডিপিএইচই/এলজিআই পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

৯. এসডিজি সূচকসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রযুক্তির জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি তৈরি করা। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের প্রযুক্তিগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণার্থে প্রণীত আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরণ নিশ্চিত করা।

১০. এলজিডির নীতিমালা/কৌশল প্রণয়ন/সংশোধন করবে এবং ডিপিএইচই/এলজিআই সেবা প্রদান না করে সেবা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকবে।

১১. পানির মান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা এবং পানির মান পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা।

৫. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকাসমূহ

বিভিন্ন নীতিমালা এবং ডকুমেন্টসমূহ বিশ্লেষণ, মাঠপর্যায় থেকে পাওয়া তথ্য উপাত্ত এবং নীতিমালা পরিবর্তনের জন্য প্রদত্ত সুপারিশ এবং কৌশলগত দিকনির্দেশনা পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন অবকাঠামোর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের (ও এন্ড এম) জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশিকাসমূহকে প্রণয়ন সহায়তা করেছে। পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত ছক সংযুক্তি-০১-এ পাওয়া যাবে।

৫.১ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর উপযুক্ততা বিবেচনায় সরকারি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য স্থান নির্বাচন

সরকারি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মানদণ্ড ছাড়াও ওএন্ডএম-এর উপযুক্ততা এবং জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতগুলো বিবেচনা করতে হবে। উপযুক্ত স্থান না পাওয়া গেলে ডিপিএইচই কর্তৃক নির্ধারিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিপ্রেক্ষিতের শর্তগুলো শিথিল করা যেতে পারে। ব্যবহার এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও তত্ত্বাবধায়কে দায়িত্ব সম্পর্কে কমিউনিটিকে ভালভাবে অবগত করতে হবে। ডিপিএইচই প্রকল্পের শুরু থেকেই এলজিআইসমূহকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করবে এবং এলজিআই-এর নিকট প্রযুক্তি হস্তান্তরের পূর্বে কমিউনিটি তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্থাপিত প্রযুক্তির ও এন্ড এম বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া নিশ্চিত করবে। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সার্বিক ও এন্ড এম কর্মকাণ্ড তদারকি করতে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা করতে হবে।

৫.২ বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

এলাকা ভিত্তিতে উপযুক্ত একক প্রযুক্তি নির্বাচন করা হবে, কমিউনিটি পর্যায়ে তা উৎসাহিত করা হবে, এবং একই এলাকায় একই পরিষেবার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে। একই এলাকায় একাধিক ব্যবস্থাসমূহ শুধুমাত্র তখনই বিবেচনা করা হবে যখন এসব ব্যবস্থা মৌসুম বা অন্যান্য কারণে একে অপরের পরিপূরক হতে পারে। বিভিন্ন পর্যায়ে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য এক অভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। ব্যবহারের মাত্রা, পরিষেবার গুণমান ও কভারেজের মাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রযুক্তিসমূহকে অধিক ব্যবহারকারী এবং কম ব্যবহারকারী ব্যবস্থায় ভাগ করা প্রয়োজন যাতে একই এলাকায় উভয় ধরনের ব্যবস্থার স্থাপন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ল্যাট্রিন এবং টয়লেটের সুবিধাজনক ও টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর

ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং স্থাপনের সময় তা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন:

- পিট ল্যাট্রিনগুলির ব্যবহারের মেয়াদ নিশ্চিত করতে পিটের চারপাশে একটি মোটা বালির লেয়ার দিতে হবে যাতে টয়লেট ফ্লাশ করার সাথে সাথে পিটে জমা হওয়া পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনকে সহজ করে এবং এটেঁল মাটির গর্ত থেকে তরল বর্জ্য উপচে না পড়ে সেজন্য সুরক্ষা প্রদান করে। পিট উঁচু করলে উচ্চ পানির স্তর এলাকায় এমনকি বন্যা উপদ্রুত এলাকাতেও টয়লেটের ব্যবহার নিয়মিত করবে।

- টুইন-পিট ল্যাট্রিনের পরিচালনার জন্য, দুটি গর্তের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব (গর্তের কার্যকর গভীরতার সমতুল্য) বজায় রাখতে হবে যাতে দুটি পিটের মধ্যে পরস্পর পিটের উপকরণের মধ্যে সংযোগ পরিহার করা যাবে। প্যাথজেনমুক্ত করার লক্ষ্যে পিটের জমাকৃত বর্জ্য পচার জন্য প্রায় ১৮-২৪ মাস সময় দেওয়া হবে । পর্যাপ্ত পানি প্রবাহ ও ডাইভারশন বক্সগুলো নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে ফ্ল্যাশযুক্ত টয়লেটের পরিচালনা সম্পর্কিত জটিলতা এড়ানো যায়। ডাইভারশন বাক্সের বিকল্প হিসেবে, মলমূত্রের প্রবাহকে এক গর্ত থেকে অন্য গর্তে সরাতে একটি নমনীয় পাইপ ব্যবহার করা যেতে পারে ।

- কমিউনিটি টয়লেট, গ্রোথসেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র অর্থাৎ যেখানে অধিকসংখ্যক ব্যবহারকারী স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহার করে সেখানে সেপটিক ট্যাংক বসাতে হবে এতে ও এন্ড এম করা সহজ হবে এবং পরিবেশগত দিকটি বিবেচনায় নেয়া হবে।
- প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ/ স্পেয়ার পার্টস তৈরি এবং একটি সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে সেগুলো সহজলভ্য করা এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচিত বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা দরকার। যে এলাকায় ব্যাপকভাবে তারা/সাবমার্সিবল পাম্প/আরও প্ল্যান্ট ব্যবহৃত হয় সেসব এলাকায় তাদের বিক্রয়কেন্দ্র পরিচালনা অথবা পরিবেশকদের সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি একটি ব্যবস্থার আওতায় আনা যেতে পারে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্থানীয় লাইসেন্সপ্রাপ্ত মেকানিকদের নিযুক্তির মাধ্যমে তারা/ সাবমার্সিবল পাম্প/আরও প্ল্যান্টের খুচরা যন্ত্রাংশের (স্থানীয় বাজারে যা সজহলভ্য নয়) একটি স্বল্প মজুদ গড়ে তোলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মেকানিকগণ মেরামতের সময় ব্যবহারকারীদের কাছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ/পার্টস বিক্রি করতে পারেন।

- দুর্যোগকালীন সময়ে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা অবিলম্বে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের (ও এন্ড এম) মাধ্যমে কাজটি করতে হবে। পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন অবকাঠামো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং বিপর্যয় সহনশীল হতে হবে, বিশেষত দুর্গম এলাকার ক্ষেত্রে, অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে; বিশেষ করে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরি ভিত্তিতে পরিদর্শন, পুনর্বাসন, বড় মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্গঠনের জন্য তহবিল ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহের মজুদ নিশ্চিত করতে হবে।

- পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা (ডব্লিউএসপি) এবং স্যানিটেশন নিরাপত্তা পরিকল্পনা (ডব্লিউএসপি)র ব্যয় প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি অনুশীলন করা প্রয়োজন।

- স্যানিটেশন সিস্টেমের জন্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক/পিট নির্দিষ্ট সময় পর পর খালি করে পরিশোধনের পরে নিরাপদ অপসারণকে উৎসাহিত এবং নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে প্রযুক্তির ব্যর্থতাকে পরিহার করার পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমানো যাবে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেট এবং স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের টয়লেটে প্রবাহমান পানি এবং সাবানসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থাগুলো সুরক্ষিত করতে হবে। একইভাবে, এমএইচএম কর্নারে স্যানিটারি প্যাডের সহজলভ্যতা এবং এর নিরাপদ অপসারণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৩ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য সেবাচুক্তি ও ব্যবসায়িক মডেল

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থাদির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কমিউনিটিভিত্তিক মডেলের পরিবর্তে কর্মসম্পাদনভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের জন্য কমিউনিটিভিত্তিক মডেলের পরিবর্তে সেবাচুক্তি এবং অন্যান্য বিজনেস মডেল যেমন–ব্যবস্থাপনা চুক্তি মডেল (যেমন. পিপিপি, ইজারা পদ্ধতি) উৎসাহিত করতে হবে। একটি এলাকায় একটি সেবার জন্য শুধুমাত্র একটি মডেল অনুশীলন করা যেতে পারে। সেবাচুক্তি মডেলের ক্ষেত্রে সফলভাবে সেবা সরবরাহ করার পর কেবল এর ব্যয় পরিশোধ করা হবে। এলাকা বা অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের পানি ও স্যানিটেশন অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, সেবাচুক্তি/ব্যবস্থাপনা চুক্তি মডেল নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপনাসাপেক্ষে চালু করা হবে-

- কমসংখ্যাক ব্যবহারকারী সম্বলিত ব্যবস্থাসমূহ যেমন তারা পাম্প, এআইআরপি, রিংওয়েল/পাতকুয়া, স্কুল টয়লেট, কমিউনিটি টয়লেট এবং এইচসিটি টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিপিএইচই/ এলজিআই/সংস্থাসমূহ সেবা চুক্তি মডেল ব্যবহার করতে পারে।
- পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, আরও এবং সেলার পিএসএফ-এর ক্ষেত্রে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর রাজস্ব শেয়ার, ইজারা বা পিপিপি সিস্টেমের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা চুক্তি মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। সেবা চেইনে যুক্ত থেকে ডিপিএইচই এলজিআই-এর মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে পারে।
- অগভীর নলকূপ (STW) এবং রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং (RWH) পদ্ধতির ন্যায় খানাভিত্তিক পানি সরবরাহ সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য নিবন্ধিত বেসরকারি মেরামতকারীদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে এবং এ সংক্রান্ত বাজার ব্যবস্থা উন্নত করে এ কাজটি করা যেতে পারে।
- স্থানীয় নিবন্ধিত টেকনিশিয়ান/মেকানিক চিহ্নিত এবং প্রশিক্ষিত করা হবে এবং তাদের সাথে ব্যবহারকারী কমিউনিটির যোগাযোগ স্থাপন করা হবে । তারা নিবন্ধন, মেরামত, বিলিং, ফী সংগ্রহ এবং স্থাপনার কার্যকারিতা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে।

৫.৪ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য সুনির্দিষ্ট তহবিল

- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে-এর জন্য নির্ধারিত তহবিল গঠন করা হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ তৃতীয় পক্ষ দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য সরকার আবর্তক ব্যয়ের পরিমাণ নিরুপণ করবে এবং সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে বছরভিত্তিক তার বরাদ্দ দিবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগসমূহের মাধ্যমে তা প্রদান করবে (যেমন-ডিপিএইচই) এবং এলজিআই-এর বার্ষিক উন্নয়ন তহবিলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পৃথক বিভাজন হিসেবে সুনির্দিষ্ট করবে। এলজিআই পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠনের জন্য নিম্নোক্ত উৎসসমূহকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

    - ব্যবসায়িক মডেলের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবস্থাসমূহের রাজস্ব আয়ের শতকরা ১০ ভাগ হারে সংগ্রহ করা**
    - খানা থেকে আগত হোল্ডিং ট্যাক্স বা সরকারি বরাদ্দ থেকে ইউপি/এলজিআই কিছু বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে***

- শহর এলাকার বস্তিগুলোতে ডিএসকে-সিবিও উদ্ভাবিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল মডেলটির প্রয়োগ করা যেতে পারে। বস্তির পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামোভিত্তিক ও এন্ড এম কমিটির চাহিদাসাপেক্ষে জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ও এন্ড এম তহবিলের সর্বোচ্চ ৫% হারে করা যেতে পারে। এলজিআই (যেমন:ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ)সমূহ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে স্থানীয় পর্যায়ের এই আর্থিক সাহায্য আনুষ্ঠানিক করার উদ্যোগ নিতে পারে।

- রাজস্ব বাজেট থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সতন্ত্র পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠন করতে হবে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারি বরাদ্দ প্রতি বছরে প্রতি খাতের জন্য নিরূপিত আবর্তক ব্যয়ের ভিত্তিতে করা যেতে পারে। এ তহবিল সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যেমন ডিপিএইচই, ডিপিই, ডিএসএইচই, টিএমইডি (কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ) মাধ্যমে হস্তান্তর করা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পানি সরবারহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ ষান্মাসিক বা বছরভিত্তিক পরিদর্শন করার বিষয়টি সরকার নিশ্চিত করবে। তারা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর কাজটি ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে সেবাচুক্তি মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে (যেমন-কমিউনিটি ক্লিনিক) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করণে রোগীদের প্রদত্ত ফি কাঠামোবদ্ধ এবং আনুষ্ঠানিক করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের রাজস্ব খাত থেকে আবর্তক তহবিল বরাদ্দ প্রতি বছর কী পরিমাণ রোগী ভিজিট করে তার ভিত্তিতে ডিজিএইচএস, এইচইডি অথবা পিডব্লিউডির মাধ্যমে স্থানান্তর করা যেতে পারে। তারা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর কাজটি ব্যবস্থাপনা করতে সমর্থ না হলে সেবাচুক্তি মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.৫ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (এসওপি), পরিবীক্ষণ এবং নজরদারি

- প্রতিটি প্রযুক্তির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি তৈরি ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসডিজি সূচকসমূহের (যেমন-অভিগম্যতা, মান, পরিমাণ, নির্ভরতা, সামর্থ্য এবং সমতা) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রযুক্তি/ব্যবস্থার জন্য এসওপি তৈরিতে চাহিদাকে বিবেচনায় নিতে হবে। কর্মদক্ষতা পরিবীক্ষণ/সেবা নিয়ন্ত্রণ কেপিআই (ভোক্তার সন্তুষ্টি, রেকর্ড সংরক্ষণ, জবাবদিহিতা ইত্যাদি) তৈরি করার মাধ্যমে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চালু করতে হবে।

- সকল বিদ্যমান পানি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে (প্রযুক্তিভিত্তিক সূচক, পরীক্ষার মাত্রা, টেস্টের হার মৌসুমভিত্তিক বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে) পানির মান পর্যবেক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মানসম্মত মাঠ পর্যায়ে উপকরণ এবং গবেষণাগারভিত্তিক পানি পরীক্ষার পদ্ধতি তৈরি করতে হবে। বেসরকারি সেক্টরকে সংযুক্ত করে অনুমোদিত প্রটোকল অনুসারে সকল সরকারি পানি প্রযুক্তিসমূহের পানির মান পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

- ডিপিএইচই/এলজিআই-এর প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার করতে হবে, এ সংক্রান্ত দাপ্তরিক দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করতে হবে ।

- বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোতে অবশ্যই ‘পরিচালনা/বিজনেস মডেল’ কম্পোনেন্ট থাকতে হবে যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণে সংস্থা হিসেবে এলজিআই দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

- পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের জন্য সকল নতুন বিনিয়োগ প্রকল্পে পুনর্বাসন উপাদান সংযুক্ত করতে হবে। অকার্যকর হয়ে পড়া পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের পুনর্বাসন বা নতুন স্থাপনা নির্মাণের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫.৬ গবেষণা ও উদ্ভাবন:

বিদ্যমান এবং সম্ভাবনাময় পানি সরবরাহসমূহ ও স্যানিটেশন এবং দুর্গম এলাকা, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে প্রযুক্তির গবেষণা ও উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা হবে এবং তা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে হবে। এতে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত কারিগরি সমস্যাগুলো সমাধান করা যাবে।

৬. পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিবেদন

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষ যেমন: ডিপিএইচই/এলজিআই/ব্যবস্থাপনা কমিটি পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পাদন করার জন্য বেসরকারী খাত, এনজিও/তৃতীয় পক্ষকে আউটসোর্স করতে পারে (এটি ইজারা পদ্ধতি/পরিষেবা চুক্তি/পিপিপি হতে পারে)।

আউটসোর্সিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান একটি নির্ধারিত ছকে (যা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর চুক্তি সম্পাদনকারী দ্বারা সরবরাহ করা হবে) প্রধান কার্যদক্ষতা সূচকগুলির বিপরীতে চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত (মাসিক বা ত্রৈমাসিক) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি এবং প্রতিবেদন গ্রহণের পওে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান করা হবে।

চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষ দাখিলকৃত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করবে এবং যদি কার্য সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় সেটা চাইতে পারবেন এবং প্রতিবেদনের একটি কপি ডিপিএইচই জেলা অফিসে তাদের মতামত এবং রেকর্ড রাখার জন্য পাঠাবেন।

সংযুক্তি-১: পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর দায়িত্ব বণ্টন ছক

ডব্লিউএসএস সুবিধাসমূহের জন্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব	কমিউনিটি পর্যায়			শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসমূহ	সকল সংস্থার জন্য স্যানিটেশন
	অপেক্ষাকৃত কম জটিল ব্যবস্থাপনা	মাঝারি জটিল ধরনের ব্যবস্থাপনা	পেশাগত সেবা চাহিদা			
প্রযুক্তিসমূহ/সুযোগসুবিধা	কমিউনিটি এইচটিডব্লিউ, (তারা), পাম্পযুক্ত টিউবওয়েল	কমিউনিটিভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পুকুরের পানি পরিশোধন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, মধ্যাকর্ষণ প্রবাহ পদ্ধতি (গ্রাভিটি ফ্লো সিস্টেম)	পাইপযুক্ত গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা রিভার্স অসমোসিস, সোলার পরিচালিত পুকুরের পানি পরিশোধন ব্যবস্থা	ওয়াশব্লক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেট	এইচসিএফ টয়লেট	পিট/ সেফটিক ট্যাংক খালি করা এবং পরিবহন ব্যবস্থা
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ মডেল	ব্যবহারকারী দলীয় ব্যবস্থাপনা মডেল	সেবা চুক্তি মডেল (যেমন:– (আউটসোর্সিং)	চুক্তি ব্যবস্থাপনা মডেল (যেমন:– লিজ পদ্ধতি/পিপিপি)	সেবা চুক্তি মডেল (যেমন:–আউটসোর্সিং)	সেবা চুক্তি মডেল (যেমন:– আউটসোর্সিং)	চুক্তি ব্যবস্থাপনা মডেল (যেমন:– লিজ পদ্ধতি/পিপিপি)
পরিচালনা	ব্যবহারকারী	ব্যবহারকারী/উদ্যোক্তা	বেসরকারি পরিচালক/বিনিয়োগকারী	ব্যবহারকারী স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি/ কলেজ গভর্নিং বডি	ব্যবহারকারী এইচসিএফ ব্যবস্থাপনা কমিটি	বেসরকারি পরিচালকগণ/ বিনিয়োগকারী
রক্ষণাবেক্ষণ	স্থানীয় প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান/ মেকানিক	উদ্যোক্তা	বেসরকারি পরিচালক/বিনিয়োগকারী	স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি/ কলেজ গভর্নিং বডি/উদ্যোক্তা	এইচসিএফ ব্যবস্থাপনা কমিটি/উদ্যোক্তা	বেসরকারি পরিচালকগণ/ বিনিয়োগকারী
পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিলের উৎস	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ডিপিএইচইর জন্য সরকারি বরাদ্দ এবং ব্যবহারকারীদের জন্য ফী/শুল্ক বরাদ্দ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ডিপিএইচইর জন্য সরকারি বরাদ্দ এবং ব্যবহারকারীদের জন্য ফী/শুল্ক বরাদ্দ	ব্যবহারকারীদের নিকট হতে রাজস্ব আদায় এবং ডিপিএইচই/এলজিআই-এর মাধ্যমে সরকারি সহায়তা	রাজস্ব বাজেট	ব্যবহারকারী নিকট হতে ফী/শুল্ক/এবং রাজস্ব বাজেট	ব্যবহারকারীদের নিকট হতে রাজস্ব আদায় এবং ডিপিএইচই/এলজিআই-এর মাধ্যমে সরকারি সহায়তা

- সকল প্রযুক্তির জন্য আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি (এসওপি) তৈরি এবং সেগুলো অনুসরণকরণ
- চুক্তির জন্য সেসব আদর্শ টেমপ্লেট তৈরি ও ব্যবহার করা হবে সেগুলোতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং শর্তসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখকরণ।

সেবা চুক্তি মডেল: পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা গ্রহণের জন্য বাইরের একটি পার্টির (সংস্থা/ব্যক্তি) সঙ্গে সরকারি সংস্থা/এলজিআই/মালিক পক্ষ কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এই সম্পূর্ণ সেবাটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সরকারি সংস্থা/এলজিআই/মালিকপক্ষের সাথে বিলিং বা পিপিপি চুক্তির মাধ্যমে তৃতীয়পক্ষ (আংশিক/পূর্ণাঙ্গ) কর্তৃক পরিচালিত হবে।

সংযুক্তি-২: পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা

পিএসবি-এলজিডি:

- ☐ ওয়াশ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য তহবিল উন্নয়ন;
- ☐ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য সরকারি রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ;
- ☐ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে ১৯৯৮ সালে প্রণীত নীতির সংশোধন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিকরণ;
- ☐ ডিপিএইচই প্রস্তুতকৃত এলাকাভিত্তিক মানচিত্র অনুসরণের জন্য সার্কুলার জারি;
- ☐ সম্পদের দিক বিবেচনায় ডিপিএইচই/এলজিআই প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ☐ এলজিআই প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব হস্তান্তর;
- ☐ আর্থিক দিক থেকে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে একটি স্বতন্ত্র উপাদান হিসেবে সার্কুলার জারি;
- ☐ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়াবলী বিবেচনা করে কমিউনিটি পর্যায়ে পানির উৎসসমূহের জন্য সাইট নির্বাচনের মানদণ্ডগুলো সংশোধনকরণ।

এলজিআই:

- ☐ এনজিও/অন্যান্য সংস্থাসমূহকে ডিপিএইচই প্রণীত প্রযুক্তিভিত্তিক আদর্শ চিত্রায়ন অনুসরণ করতে বাধ্যকরণ;
- ☐ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য এডিপি অর্থ ছাড়ে অনুমতি চাওয়া এবং তা ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ☐ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য হোল্ডিং ট্যাক্সের কিছু অংশ বরাদ্দ;
- ☐ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা সম্পাদন;

ডিপিএইচই:

- ☐ এলাকাভিত্তিক প্রযুক্তি ম্যাপ তৈরি (উচ্চ থেকে নিম্নে ব্যবহার মাত্রা বিবেচনায়) এবং ভিন্ন সংস্থা কর্তৃক স্থাপিত প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ
- ☐ আপদকালীন নিরবিচ্ছিন্ন পানি প্রবাহ ধরে রাখতে তারা/সাবমার্সিবল পাম্প/আরও প্ল্যান্ট উৎপাদকদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর
- ☐ সরকারি রাজস্ব বাজেট ব্যবহার করে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি সংস্থাসমূহের সঙ্গে সেবা/ব্যবস্থাপনা চুক্তি স্বাক্ষর
- ☐ বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহে ‘পরিচালনা/ব্যবসা মডেল’ উপাদানের সংযুক্তি নিশ্চিত করা
- ☐ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সব নতুন প্রকল্পে পুনর্বাসন উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা
- ☐ বিদ্যমান অকার্যকর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাসমূহ কার্যকর করতে নতুন পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ
- ☐ আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি উন্নয়ন (এসওপি)
- ☐ পানি পরীক্ষার মান কর্মপদ্ধতি উন্নয়ন;

বেসরকারি পরিচালকগণ:

ডব্লিউএসপি, এসএসপি অনুশীলন ও পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য প্রধান কর্মসম্পাদন সূচক পূরণ

সংযুক্তি-৩: সাফল্য ও অর্জিত শিখন একত্রীকরণ

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে মাঠপর্যায়ে অনেকগুলো সফল ও সহজলভ্য মডেল রয়েছে। স্থানীয় পরিস্থিতির বিবেচনায় বর্তমানে অনেক স্থানেই ব্যবহৃত নিম্নবর্ণিত মডেলসমূহ ভবিষ্যত ব্যবহারে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত উপজেলা কমপ্লেক্সে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প:

ডিপিএইচই ২০১৯ সালে সিলেট জেলার অন্তর্গত গোয়াইনঘাট উপজেলা কমপ্লেক্সে জিওবি-ইউনিসেফের অর্থায়নে ভূ-পৃষ্ঠ পানিভিত্তিক পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এই ব্যবস্থাটি নদীর (গোয়াইন) পানি পরিশোধন করে ট্যাপস্ট্যান্ডের মাধ্যমে আশেপাশের প্রায় ৫০০-৬০০টি পরিবারে সরবরাহ করে যেখানে প্রতিটি ট্যাপস্ট্যান্ড ১০-১২টি পরিবার ভাগাভাগি করে। এই সরবরাকৃত পানিই হলো পরিবারের পানীয় এবং রান্নার জন্য একমাত্র নিরাপদ উৎস এবং অন্যান্য গৃহস্থালী কাজের জন্য জনগণ গ্রামের কেন্দ্রীয় পুকুরের পানি ব্যবহার করে। প্রতি দিন দুইবার পাইপের পানি সরবরাহ করা হয় এবং পানি ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে ৩০০ টাকা শুল্কহার নির্ধারণ করা হয় যা পানি ব্যবহারকারী পরিবারগুলোকে ভাগাভাগি করতে হয়।

কার্যত, প্রতিটি পরিবার চক্রাকারভিত্তিতে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা প্রদান করে এবং প্রতিটি ট্যাপস্ট্যান্ডের মেরামত ও তত্ত্বাবধানে একটি নির্দিষ্ট পরিবারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর নেতৃত্বে এবং প্রায় সকল উপজেলা কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্বে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি পানি সরবরাহ প্রকল্পটি পরিচালনা করে থাকে। ডিপিএইচই-এর একজন সহকারী প্রকৌশলী প্রকল্পটির কারিগরি এবং দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা দেখাশোনা করেন। কোনো ধরনের আর্থিক ঘাটতি ছাড়া বর্তমানে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর ব্যবস্থাপনা ভালোভাবে চলছে। প্রতিটি ট্যাপস্ট্যান্ড-এর জন্য পরিষেবা গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদত্ত মোট ২,০০০ টাকা একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা হয়েছে কোনো মেরামতের প্রয়োজনে। প্রায় ৩ বছর ধরে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত উপজেলাভিত্তিক পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের এটি একটি চমৎকার উদাহরণ।

ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা পরিচালিত গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প:

২০১৪ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের রাণীহাটি ইউনিয়নে ডাসেকা (DASCOH) ফাউন্ডেশন প্রকল্পটি আরডিএর প্রযুক্তিগত সহায়তায় এবং ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সরাসরি বাড়ির সংযোগের মাধ্যমে ১,৫১৭টি পরিবারে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করে। এই গ্রামীণ পানি সরবরাহের প্রকল্পের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ইউপি একটি রিংফেন্সিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ছয় বছর ধরে সফলতার সাথে এই স্কিমটি পরিচালনা করছে। এখানে ইউপি সচিবের সহযোগিতায় চারজন কর্মী হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের সহায়তা পাচ্ছে। তারা একইসাথে স্কিম রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রতিটি পরিবার একটি সফটওয়্যারভিত্তিক মুদ্রিত বিলিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিটি সংযোগের জন্য প্রতি ১০০ টাকা মাসিক শুল্ক পরিশোধ করে। সম্প্রতি

রানীহাটি ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডে মিটারযুক্ত বিলিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পদ্ধতিতে শুল্ক সংগ্রহের দক্ষতা কম ছিল। যার ফলে ২০১৬-২০১৯ অর্থবছরে প্রায় দশ লক্ষ টাকা বকেয়া হয়। রানিহাটি ইউপি শুল্ক সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেছে, এবং স্কিমটি এখন আয়-ব্যয়ের কাছকাছি ও শতকরা ৬০ ভাগ শুল্ক সংগ্রহ করা যাচ্ছে। এই স্কিমটি ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে নিয়মিত হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ করতেও সাহায্য করছে।

পিএসএফ-এর জন্য কমিউনিটি মডেল:

এটি খুলনার দাকোপের বাজুয়া ইউনিয়নের কোচা গ্রামে একটি উন্নত পিএসএফ মডেল, ওয়াটারএইড থেকে প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তায় ২০১৮ সালে রূপান্তর নামে একটি এনজিও বাস্তবায়ন করে। পিএসএফ-এর আওতায় ৩৫০টি পরিবার রয়েছে যাদের পানির অন্য কোনো নিরাপদ উৎস নেই এবং যেখানে মানুষ নিরাপদ পানির জন্য সম্পূর্ণ এই উৎসের ওপর নির্ভরশীল। এই পিএসএফটি খরচ পুনরুদ্ধার মডেলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যেখানে প্রতিটি পরিবার একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা জমা করে। দুজন তত্ত্বাবধায়কসহ এগার সদস্যের কমিটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ দেখাশোনা করে। প্রতি তিন মাস পর পর কমিটি নিজেই পিএসএফ পরিষ্কার করে। ব্যবহারকারী কমিউনিটি পিএসএফ অপারেশনের দুই বছর ধরে কোনও প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়নি।

ক্লাস্টারভিত্তিক গ্রামীণ পাইপযুক্ত পানি সরবরাহের জন্য এন্টারপ্রাইজ মডেল:

ম্যাক্স ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত সংস্থা ম্যাক্স সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ বাজারের উন্নয়নের জন্য এনজিওর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ৪০-৭০টি পরিবারের জন্য একটি মিনি-গ্রিড পাইপড পানি সরবরাহ বজায় রাখতে স্থানীয় উদ্যোক্তার সাথে কাজ করে। সহ-বিনিয়োগকারী (স্থানীয় উদ্যোক্তা) ছোট মেরামত/নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণসহ পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্থানীয় উদ্যোক্তা যখন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর কেপিআই-পূর্ণ করে তখন স্থানীয় উদ্যোক্তরা এটি অপারেশনাল বোনাস পান। যদি এটি ব্যর্থ হয় তখন তাদের সহবিনিয়োগ হুমকির মুখে পড়ে। ম্যাক্স ফাউন্ডেশন স্থানীয় উদ্যোক্তাদারকে অনুমোদিত অংশীদার/বিক্রেতা/প্লাম্বারদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে থাকে।

শহরের বস্তিতে ওয়াশ আবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য ডিএসকে সিবিও মডেল:

দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে), একটি স্থানীয় এনজিও, গত ১৯৯২ সালে শহর এলাকায় ওয়াশ কর্মসূচি শুরু করে। শহরে ওয়াশ প্রোগ্রামের জন্য, ডিএসকে একটি সিবিও গঠন করে। সিবিও ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ (এই ক্ষেত্রে, একটি ওয়াশ অবকাঠামো মূল খরচের শতকরা ১০ ভাগ) প্রদানের মাধ্যমে একটি ওয়াশ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল তৈরি করে। ওয়াশ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল একটি যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সঞ্চয় করা হয়, যা দুইজন সিবিও প্রতিনিধি এবং একজন ডিএসকে প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়। সিবিও ৫০০০ টাকা অর্থায়নের সীমা পর্যন্ত তাদের নিজস্ব প্রতিদিনের নিয়মিত অপারেশন এবং ছোটখাটো রক্ষণাবেক্ষণের দেখাশোনা করে। কোনো বড় মেরামত ও পুনর্বাসন কাজের জন্য ৫০০০ টাকার বেশি প্রয়োজন হলে, সেক্ষেত্রে সিবিও একটি রেজুলিউশন তৈরি করে অনুমোদনের জন্য ডিএসকে-এর কাছে প্রেরণ করে। যাচাইকরণের পর, ডিএসকে এটি অনুমোদন দেয় এবং সিবিও মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচের জন্য টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ উত্তোলন করে। ডিএসকে ওয়াশ অ্যাকাউন্টের স্বাক্ষরকারী হিসাবে হালনাগাদ তথ্য রাখেন। এই ব্যবস্থা স্বচ্ছতা এবং তহবিল নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য এই

ডিএসকে-সিবিও মডেলটি একটি নির্দেশিকা অনুসারে পরিচালিত হয় যেখানে সিবিও কীভাবে এই তহবিলটি গঠন করবে এবং কীভাবে এই তহবিলটি ওয়াশ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করবে তার প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এই ডিএসকে-সিবিও মডেলটি বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের প্রায় ৩০০ বস্তিতে চালু রয়েছে।

জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় আরও প্ল্যান্টের জন্য ওয়াটারএইডের উই-উই মডেল:

ওয়াটার এইড বাংলাদেশ জলবায়ু সহনশীল কর্মসূচিতে নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে রিভার্স অসমোসিস (আরও) প্ল্যান্টের জন্য একটি উদ্ভাবনী পানি উদ্যোক্তা (উই-উই) মডেল উদ্ভাবন করেছে। উই-উই বাংলাদেশে উপকূলীয় এলাকায় পানি সংকট সমাধানের একটি ব্যবসাকেন্দ্রিক মডেল। পুনরাবৃত্তিমূলক পদ্ধতি যা প্রান্তিক পরিবার থেকে স্থানীয় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে ঝুঁকিপূর্ণ কমিউনিটিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ সম্প্রসারিত করে। একটি নারী দলকে (সাধারণত ৫-১০ জন সদস্যবিশিষ্ট) নির্বাচন করা হয়, তারপর ব্যবসা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) পদ্ধতিসহ সার্বিক বাস্তবায়ন পর্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তাদের প্ল্যান্টের মালিকানা দেওয়া হয়। নারী দল রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্টের নির্মাণ ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ ওয়াশ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল হিসাবে একটি যৌথ ব্যাংক হিসেবে জমা করে, যেখানে নারী দলের দুইজন সদস্য এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার থেকে একজন প্রতিনিধি স্বাক্ষরকারী হিসাবে থাকেন। দলটিকে ব্যবসায়িক মুনাফা না নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না পর্যন্ত ওয়াশ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের মোট পরিমাণ জমা হয়, যা শুধুমাত্র বাস্তবায়নকারী অংশীদারের অনুমোদনের পরে বড় ধরনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করা হবে। এই মডেলটি রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্টের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং কমিউনিটি পর্যায়ের মালিকানা নিশ্চিত করে। উই-উই মডেল একটি নির্দেশিকা অনুসরণ করে– যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। বর্তমানে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ উই-উই মডেলের আওতায় ১০টি প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে।

ওয়াশ ডেস্ক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ওয়াশের সুযোগ সুবিধা এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় একটি সমাধান:

এলজিআইএস এবং ডিপিএইচই-এর সহযোগিতায়, ওয়াশ অ্যালায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল (উই-উই) সিমাভির ওয়াশ প্রোগ্রাম এবং এর অংশীদাররা ওয়াশডেস্ক চালু করে যা ওয়াশের সুবিধাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ), সমস্ত ওয়াশ সম্পর্কিত তথ্য প্রবেশাধিকার এবং ব্যবহারকারীদের ওয়াশ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধানে সহায়তা করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টানসমূহ তাদের অফিসে একটি কক্ষের ব্যবস্থা করেছেন এবং এই ডেস্কের জন্য একজনকে নিয়োগ দেয়। এই ডেস্কে দুটি রেজিস্ট্রার রয়েছে, যার মধ্যে একজন ব্যবহারকারীদের অভিযোগ এবং অন্যজন যে যে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে তা লিখে থাকেন। ওয়াশ ব্যবহারকারীদের ওয়াশপরিষেবা সম্পর্কিত তাদের সমস্যা/অভিযোগ জানানোর জন্য একটি অভিযোগ বাক্স রাখা হয়। তারা মোবাইল ফোন/এসএমএসের মাধ্যমেও অভিযোগ জানাতে পারেন। সেখানে মতামত প্রদানের একটি উপায় আছে। ওয়াশডেস্কে ওয়াশ সম্পর্কিত তথ্য, নীতি এবং কৌশলগুলি প্রদর্শিত থাকে। ডিপিএইচই-এর নলকূপ মেকানিক, পিট পরিচ্ছন্ন কর্মীখালি এবং স্যানিটেশন কর্মীদের মোবাইল নম্বর ওয়াশ ডেস্কে পাওয়া যায়। ওয়াশ সুবিধার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য তাদেরকে ফোন করার সুযোগ রয়েছে। ইয়ুথ এবং সিএসও গ্রুপও ওয়াশডেস্কের কাজকে সহজতর করার জন্য নিজেদের নিযুক্ত করে। এই ওয়াশডেস্ক ওয়াশ পরিষেবা প্রদানকারী এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।

গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (VDC) সফলভাবে পাইপলাইনের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা করছে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার, নাচোল উপজেলায় গ্রাম উন্নয়ন কমিটি কসবা ইউনিয়নের গোলাবাড়ী গ্রামে, আনুমানিক ১৬,০০,০০০ (ষোল লক্ষ) টাকা মূল্যের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে কমিউনিটি অনুদান হিসেবে ৫৭৮টি পরিবার ৮৫,০০০ (পচাঁশি হাজার) টাকা এবং কসবা ইউনিয়ন পরিষদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান দিয়েছে। ভিডিসি ব্যবহারকারীদের ওপর অর্জিত শুল্ক হতে বিদুৎ বিল, পরিচালনা-মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় পরিশোধ করছে। দরিদ্রতা ও আর্থিক সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পরিবারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ প্রদানের ক্ষমতা বিশ্লেষণ এবং জনগণের দরিদ্রতা বিবেচনা করে একটি অন্তর্ভুক্তমূলক ও ভিন্ন ট্যারিফ সিস্টেম নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য যৌথ স্বাক্ষরকারী পদ্ধতির মাধ্যমে শুল্ক পরিচালনার জন্য একটি পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা হয়। গোলাবাড়ী পাইপলাইন পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রামীণ সম্পদ হিসেবে কসবা ইউনিয়ন পরিষদে বিবেচনা করা হয়। ভিডিসি এবং কসবা ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বিত কার্যক্রমে প্রকল্প সমাপ্তির পাঁচ বছর পরও পানি সরবরাহ এ প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে কার্যকর রয়েছে।